প্রথম আলো

তারিখ 10 AUG 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৮

ক্রাশ প্রোগ্রামে পিষ্ট শিক্ষার্থীরা

মোশতাক আহমেদ ●

সেশনজট কমাতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করেছে 'ক্রাশ প্রোগ্রাম'। ২০১৮ সাল পর্যন্ত কবে কোন পরীক্ষা হবে, তার চূড়ান্ত সূচি বলে দেওয়া হয়েছে। এতে শ্রেণিকক্ষে পাঠ্যসূচি শেষ না করেই বছরের বিভিন্ন সময়ে পরীক্ষায় বসতে হচ্ছে কলেজগুলোর স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের প্রায় ২০ লাখ শিক্ষার্থীকে। কোনো কোনো শিক্ষাবর্ষ এখন আট মাসেই শেষ করা হচ্ছে।

'ক্রাশ' প্রোগ্রামে স্নাতকে (সম্মান) বছরে ২১০ দিন ও স্নাতকোত্তরে (মাস্টার্স) ১৯০ দিন ক্লাস হওয়ার কথা থাকলেও বড় কলেজগুলোতেই ১০০ দিন ক্লাস হয় না। রাজধানী এবং দেশের বিভিন্ন এলাকার কলেজগুলোর শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা হলে তাঁরা বলছেন, বছরে তিন-চার মাস ক্লাসের সময় থাকে। এই সময়েও আবার বিভিন্ন কারণে ছুটি থাকে।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা বলছেন, 'ক্রাশ প্রোগ্রামে' সেশনজট হয়তো কমছে, কিন্তু শিক্ষার্থীরা ভালো করে কিছু শিখছেন না। ফলে শিক্ষার মান আরও খারাপ হচ্ছে। গত অক্টোবরে প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজ থেকে পাস করা স্নাতকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ।

গত ছয় মাসে ঢাকা কলেজ, তিতুমীর কলেজ, মিরপুরের সরকারি বাঙলা কলেজ, বগুড়ার আজিজুল হক কলেজ, রংপুরের কারমাইকেল কলেজ, সিলেটের এমসি কলেজ, সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজ, দিনাজপুর সরকারি কলেজসহ ১০টি কলেজ ঘুরে অন্তত ৬০ জন শিক্ষার্থী এবং ৩০ জন শিক্ষকের সঙ্গে বলে জানা গেছে, পাঠ্যসূচি অসমাপ্ত রেখেই পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। সবাই বলেছেন, তাঁরা সেশনজট কমানোর পক্ষে, কিন্তু ক্লাস না করে নয়।

জানতে চাইলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য (শিক্ষা) হাফিজ মুহম্মদ হাসান *প্রথম আলোকে* বলেন, সেশনজট কমানোর জন্য 'ক্রাশ' প্রোগ্রাম প্রয়োজন আছে। এ কারণে স্বভাবতই একটু চাপ থাকবে। এ জন্য শিক্ষকদেরও অতিরিক্ত সময় দিতে হবে। বিষয়টি তদারকের জন্য সেল গঠনের চিন্তাভাবনা আছে বলে জানান তিনি।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

- সেশনজট কমাতে গিয়ে বিশেষ উদ্যোগ
- ক্লাস শুরু হতে না হতেই বার্ষিক পরীক্ষা
- পাঠ্যসূচি অসমাপ্ত থাকছে, শিক্ষার্থীরা গৃহশিক্ষকের দ্বারস্থ হচ্ছে

দেশের স্নাতক পর্যায়ের মোট শিক্ষার্থীর প্রায় অর্ধেক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ২ হাজার ১৯১টি কলেজে পড়ছেন। সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে সম্মান পড়ানো হয় প্রায় ৭০০ কলেজে। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পড়ানো হয়, এমন সরকারি কলেজগুলোকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিতে ২০১৩ সালে নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু এই উদ্যোগ আর এগোয়নি। তার বদলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ২০১৪ সালে সেশনজট কমাতে 'ক্রাশ প্রোগ্রাম' ঘোষণা করে। এতে ২০১৮ সাল পর্যন্ত কোন শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষা কবে হবে, তার সম্ভাব্য সময় ঘোষণা করা হয়।

সম্প্রতি ঢাকা কলেজের হিসাববিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, পরিসংখ্যান, রাষ্ট্রবিজ্ঞানসহ কয়েকটি বিভাগের সাতজন শিক্ষক এবং বিভিন্ন বিভাগের ছয়জন ছাত্রের সঙ্গে এই প্রতিবেদকের কথা হয়। তাঁরা প্রায় সবাই বললেন, বর্তমানে যেভাবে চলছে, তাতে বছরে দুই থেকে তিন মাস ক্লাস করতে পারছেন শিক্ষার্থীরা। কখনো হয়তো আরেকটু বেশি। এতে শ্রেণিকক্ষে পাঠ্যসূচি শেষ হচ্ছে না।

তিতুমীর কলেজের হিসাববিজ্ঞানের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী মাহমুদ হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, তাঁদের প্রথম বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষা ফেব্রুয়ারিতে শুরু হয়ে মার্চে শেষ হয়। এরপর দু-তিন মাস ক্লাস করতে না-করতেই দ্বিতীয় বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য নির্বাচনী পরীক্ষাও হয়ে গেছে। ফলে এখন আরও ক্লাস হচ্ছে না।

২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষে কাগজে-কলমেই ১০ মাসে শিক্ষাবর্ষ শেষ করা হয়। এর মধ্যে ক্লাস রাখা ছিল চার মাস। বাকি তিন মাস ফরম পূরণ ও পরীক্ষা এবং বাকি তিন মাসের মধ্যে ফল প্রকাশ করা হয়। কিন্তু কলেজের শিক্ষকেরা বলছেন, যে চার মাস ক্লাসের জন্য রাখা হয়েছিল, তাতে বড়জোর দুই মাস ক্লাস নেওয়া সম্ভব হয়েছে।

ঢাকা কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের একজন সহযোগী অধ্যাপক বললেন, চার বছরের স্নাতক (সম্মান) এবং এক বছরের স্নাতকোত্তর মিলিয়ে পাঁচটি বর্ষের পরীক্ষার জন্যই পাঁচ থেকে ছয় মাস চলে যায়। এরপর তিন-চার মাস ক্লাসের সময় থাকলেও বিভিন্ন কারণে টানা ক্লাসে ছেদ পড়ে। এতে দেখা যায়, যেখানে একেকটি পত্রের জন্য ১১টি অধ্যায় পড়ানোর কথা, সেখানে হয়তো তিন-চারটি অধ্যায় শেষ করা সম্ভব হচ্ছে।

এমসি কলেজের রসায়ন বিভাগের একজন জ্যেষ্ঠ শিক্ষক বললেন, এখন যাঁরা স্নাতক (সম্মান) তৃতীয় বর্ষে পড়ছেন, তাঁদের তৃতীয় বর্ষ পরীক্ষার ফরম পূরণ হয়ে গেছে। অথচ এই শিক্ষার্থীরা দ্বিতীয় বর্ষের

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৫

পিষ্ট শিক্ষার্থীরা

শেষ পৃষ্ঠার পর

ব্যবহারিক পরীক্ষা দিয়েছেন গত মার্চে। তাঁর হিসাবে, এসব বর্ষের শিক্ষার্থীরা বড়জোর চার মাস ক্লাস পাচ্ছেন। পরীক্ষার চাপের কারণে শিক্ষার্থীরাও ক্লাসে বেশি উপস্থিত থাকেন না।

ঢাকা কলেজ, আজিজুল হক কলেজ, কারমাইকেল ও দিনাজপুর সরকারি কলেজের বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী বললেন, ঠিকমতো ক্লাস না হওয়ায় বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের বাইরের শিক্ষকদের কাছে পড়তে হয়। আজিজুল হক কলেজের ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের একজন ছাত্রী বললেন, তিনটি বিষয়ে তিনি ওই কলেজের শিক্ষকের কাছেই 'প্রাইভেট' পড়েন। তিতুমীর কলেজের গণিতের এক শিক্ষার্থীও ঠিকমতো ক্লাস না হওয়ায় 'প্রাইভেট' পড়েন বলে জানালেন।

সরকারি কলেজশিক্ষকদের সংগঠন বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সভাপতি আই কে সেলিম উল্লাহ খোন্দকার *প্রথম আলোকে* বলেন, সেশনজটমুক্ত শিক্ষা তাঁরাও চান। কিন্তু এখন যেভাবে চলছে, তাতে শিক্ষার্থীদের ঠকানো হচ্ছে। এভাবে চলতে পারে না।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ *প্রথম আলোকে* বলেন, পরীক্ষা বেশি হওয়ায় সময় ক্ষেপণ হচ্ছে। এ জন্য তিনি চান পরীক্ষাপদ্ধতি সংস্কার করতে। এ বিষয়ে জনমত গ্রহণ করা হচ্ছে। ক্রাশ প্রোগ্রামের বিষয়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও জানান মন্ত্রী।